ঋণ নিয়ে লেখাপড়া

অনেক শিক্ষার্থীই প্রয়োজনীয় টাকার অভাবে উচ্চতর পড়াশোনা করতে পারেন না। কিন্তু ব্যাংক রয়েছে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য অর্থের যোগান দেয়। জানানো হলো এমন ব্যাংকগুলোর নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে।

দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড 'এডুকেশন ক্রেডিট স্কীম' বা শিক্ষা ঋণ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এক্ষেত্রে ঋণ নেবার যোগ্যতা হলো- ছাত্র-ছাত্রীদের অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় শতকরা ৭০ ভাগ নম্বর পেতে হবে। অথবা গ্রেড পদ্ধতিতে এ গ্রেড পেতে হবে। যদি কেউ মাস্টার্সে এই ঋণ নিতে চায় তবে তাকে ডিগ্রিতে শতকরা ৭০ ভাগ নম্বর পেতে হবে।

যেসব কাগজপত্র লাগবেঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মূল নম্বর পত্র ও সনদপত্রসমূহ। ডিগ্রি পাস হলে ডিগ্রির মূল সনদপত্র ও নম্বরপত্র। এই কাগজপত্রগুলো ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের প্রত্যায়নপত্র। যাতে লেখা থাকবে আবেদনকারীকে ঋণ দেয়া যেতে পারে। একজন গ্যারান্টার বা অভিভাবকের (বাবা বাদে) এর পূর্ণ পরিচয়সহ সম্মতিপত্র। যিনি ওই ছাত্রের ঋণের জন্য ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন। দুই কপি সম্প্রতি তোলা ছবি। পিতা/ অভিভাবকের আয়ের সনদপত্র। এছাড়া স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছাত্রত্বের প্রত্যায়নপত্র নিয়ে এবং ব্যাংকের ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে জমা দিতে হবে।

সাধারণত প্রতি মাসে ১০০০-১৫০০ টাকা পর্যন্ত চার বছর ঋণ দেয়া হবে। চাকরি পাওয়ার পরের মাস থেকেই ঋণ পরিশোধ আরম্ভ করতে হবে। শতকরা ১২ ভাগ সুদে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রহীতার মূল কাগজপত্র ফেরত দেয়া হবে না।

ঋণ দেবার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। ঋণ গ্রহণকারী ইচ্ছে করলে সিটি ব্যাংকে তার কর্মজীবন শুরু করতে পারেন। এজন্য ব্যাংকে নতুন লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষা ঋণ প্রকল্প গ্রহণকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সারাদেশের সবকটি জেলা শহরের ব্যাংকগুলোতে এই ঋণ দেয়া হবে। তবে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের একাধিক শাখায় এই ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

এবি ব্যাংকঃ

আরব বাংলাদেশ ব্যাংক বা সংক্ষেপে এবি ব্যাংকও কিছু বিশেষ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা চালু

করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবি বিবিএ'র তৃতীয় বর্ষ আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য, মেডিক্যাল তৃতীয় বর্ষে যারা এফসিপিএস করছেন (বিশেষত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী) সে সব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটের তৃতীয়বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঋণ দেবার ব্যবস্থা চালু করেছে এবি ব্যাংক।

সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা ২৪টি কিস্তিতে ভাগ করে এ ঋণ দেয়া হবে। অবশ্য ছাত্র-ছাত্রীরা সেমিস্টার ভিত্তিতে যত টাকা লাগবে সে অনুসারেও কিস্তি হিসেবে টাকা নিতে পারবে।

যেসব কাগজপত্র লাগবেঃ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মূল নম্বরপত্র ও সনদপত্রসমূহ। এগুলো ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রত্বের প্রত্যায়নপত্র। ঋণ গ্রহণে উপযুক্ত কিনা এইমর্মে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি। দুইজন গ্যারান্টার বা রেফরী। যিনি ছাত্র-ছাত্রীটিকে ভালভাবে চিনেন। এছাড়া ডিনের কাছ থেকে লিখিত আনতে হবে যে, ঋণের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তাকে মূল সনদপত্রসমূহ দেবে না। সেমিস্টার প্রতি কতটাকা লাগবে তা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জানাতে হবে।

এসব নিয়ম-কানুন পালন করলেই এবি ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর নামে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পে-অর্ডারের মাধ্যমে টাকা পাঠাবে।

ঋণ গ্রহীতাকে ঋণের টাকা ৩৬ মাসে শতকরা ৯ ভাগ সুদে পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সিম্পল ইন্টারেস্ট বা সরল সুদে টাকা পরিশোধ করতে হবে বলে জানান।

অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার অনেকে আর্থিক সমস্যার কারণে বই পত্র বা পড়ালেখার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কিনতে না পারার কারণে ভালো রেজাল্ট করতে পারে না। এ ধরনের শিক্ষা ঋণ তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে এবং ভাল ফলাফলে সহায়ক হবে।

❑ চপল মেহেবুব